ألجماعة (আল-জামাআ'ত) দল নাম ধারন না করার বা أهل السنة و ألجماعة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা ।

এতক্ষণ আমি মহান আল্লাহ তাআ'লার আদিষ্ট আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল সম্পর্কে সাধারন বর্ণনাসহ এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি।

এখন আমি প্রত্যেক মুসলিম মানুষের নিজস্ব দলের নাম ألجماعة (আল-জামাআ'ত) নামে দল নাম ধারন না করার বা أهل السنة و ألجماعة (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে মানার জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-

(1) عَنِ الحَارِثِ الْأَشْعِرِي حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ : " وَ أَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اللهُ أَمَرَنِيْ بِهِنَّ السَّمْعُ وَ الطَّاعَةُ وَ الْجِهَادُ والْهِجْرَةُ والْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مِنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ اِدَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ - فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ ا للهِ وَإِنْ صَلَّى وصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللهِ الَّذِى سَمَّا كُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ عِبَا د اللهِ سنن التِّرْمِذِي- (2763) "

(অর্থঃ-- হারিছুল আশআ'রী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত , তিনি বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : এবং আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করছি, আল্লাহ [তাআ'লা] আমাকে ঐগুলোর আদেশ দিয়েছেন, ১. শুনা (শুনতে) ২.আনুগত্য করা (মানতে) ৩. জিহাদ করা (জিহাদ করতে) ৪. হিজরত করা (হিজরত করতে) ৫. আল -জামাআ'ত তথা এক দল বদ্ধ হয়ে থাকতে । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূজক্ত হয়ে থাকতে) । অতএব, যে হ এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান জামাআত থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা [1] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । কিন্তু সে (পূনরায়-মতামত তওবা করে) ফিরে আসলে আসতে পারবে । তবে যে কেহ "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" জানাল সে জাহান্নামের পাথরের (জাহান্নামের ইন্ধনের) অন্তর্ভূক্ত । অতপর, একজন লোক বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ , যদি সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে তবুও, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন, সে নামাজ পড়লে এবং রোজা রাখলেও

---

[1] >>**ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে (মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**

(জাহান্নামের সত্তার/অধিবাসীর <জাহান্নামের ইন্ধনের>অন্তর্ভূক্ত)। তাই, তোমরা "আল্লাহর আহবানে আহবান" কর, যিনি তোমাদেরকে মুসলিম-মুমিন নামে অভিহিত করেছেন", সুনানে তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং- ২৭৬৩) ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয় বুঝা গেল যে,

(১) উপরোক্ত হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তাঁর উম্মতকে পাঁচটি বিষয় আমল করতে স্বয়ং তিনি নিজেই আদিষ্ট হয়েছেন । তন্মধ্যে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ হওয়ার প্রতি নির্দেশনাটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উল্লেখ করে এর উপর হাদিস শরীফ খানায় আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা দীর্ঘ আলোচনা কছেনে।

(৩) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য থেকে এ কথা বুঝা গেল যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় একমাত্র একটি দল হচ্ছে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত ফরজ হিসেবে পালনীয় দল অর্থই হচ্ছে আল্লাহ তাআ'লারই দল । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলটি হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লারই আদিষ্ট (আদেশপ্রাপ্ত) দল । কারন, মহান আল্লাহ তাআ'লার ওহী ব্যতীত আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কোন কাজই করেন না । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শানে বলেন- "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْى يُوْحَى (অর্থ-"আল্লাহ তাআ'লার ওহী তথা প্রত্যাদেশ ব্যাতিত তিনি (আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) কথা বলেন না", সুরা নজম, আয়াত নং-৩।

অতএব, أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি হচ্ছে একটি শরীয়তী তথা আইনি দল ।

(৪) তাই, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রবর্তিত একমাত্র দল الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে যে কেহ الْفُرْقَةَ (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে এক বিঘৎ অর্থাৎ অর্ধ হাত পরিমান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে আর তখন ইসলামের অন্তর্ভূক্ত থাকে না । যদিও সে তখন মনে মনে ভাবে যে, সে ইসলামের মধ্যে আছে । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তিনি তাঁর উম্মতের প্রতি অধিক দয়াশীল বিধায় الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দল থেকে তাঁর কোন উম্মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সত্বেও তাঁর সেই উম্মতকে তিনি কঠোর ভাষায় কাফির না বলে ভদ্র ও মার্জিত ভাষায় বলে দিলেন الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)দল ত্যাগী মুসলিমটি আর ইসলামের মধ্যে নেই " । আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এই উত্তম চরিত্রের ভদ্র ও মার্জিত ভাষা থেকে প্রত্যেক জ্ঞাণীগুণী ব্যাক্তিই গোঁড়ামী ত্যাগ করে সতর্ক হওয়া উচিৎ ।

(৫) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য ও পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানের ১০৩ নং দীর্ঘ আয়াতের অংশ বিশেষ যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা বাণী -(১) وَ لاَ تَفَرَّقُوْا (অর্থঃ এবং তোমরা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না",) এবং মহান আল্লাহ তাআ'লা বাণী -((২) " شَرَعَ لَكُمْ مِنَ

الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ".

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করে ছেন যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না" , সুরা আশ- শুরা, আয়াত নং- ১৩ এর নিষেধাজ্ঞা অনূযায়ী অবশ্যই কোন মুসলিম মানুষ কর্তৃক গঠিত তাঁর নিজস্ব দলের নাম ইসলামের নামের সাথে বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে ভিন্ন ভিন্ন অন্য কোন নাম দেওয়া বা নাম ধারণ করা হারাম বা নিষিদ্ধ । কারণ, এতে মুসলিম মানুষের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয় । আর যে কাজ করলে মুসলিম মানুষের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট হয় তা করাই হারাম বা নিষিদ্ধ ।

(৬) উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে)) দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে হউক অথবা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা--- أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির অন্তর্ভূক্ত হয়ে হউক নিজের দিকে, নিজ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠত তাঁর নিজস্ব দলের দিকে, নিজ গোত্র বা বংশের দিকে আহবান করবেন উপরোক্ত হাদিস শরীফ অনূযায়ীই তবে তাঁর এ আহবান হচ্ছে "জাহিলিয়্যাতের আহবানে আহবান" এবং কুফুরীর নিদর্শন । এটা এ জন্য যে, এতে করে তার কর্তৃক গঠিত দলের নামের ব্যবহারের কারণে ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয় ব্যাতিত তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় , নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে উঠে। (৭)উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনূযায়ী মুমিন-মুসলিম মাত্রেই যিনি ইসলাম ধর্মের উপর আছেন মর্মে দাবী করেন তাকে অবশ্যই তার কর্তৃক গঠিত তাঁর নিজস্ব দলের নাম তাঁকে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নাম ধারণ করতে হবে বা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম দিতে হবে । কারন, উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য এবং পবিত্র কুরআনের সুরা আল-ইমরানের ১০৩ নং দীর্ঘ আয়াতের অংশ বিশেষ যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণী وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا- (অর্থঃ" তোমরা আল-আল-জামাআ'তবদ্ধভাবে/এক দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জু (ইসলাম)কে আঁকড়ে ধর")এর আদেশ অনূযায়ী অবশ্যই তার কর্তৃক গঠিত তার নিজস্ব দলের নাম الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলনাম ধারণ করা বা নাম দেওয়া ফরজ বা আবশ্যক। অতএব," وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ لاَ تَفَرَّقُوْا " (অর্থঃ "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে একতাবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না", সুরা আল ইমরান, আয়াত নং-১০৩) এবং " شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَاوَصَّيْ مَا وَصَّي بِهِ نُوْحًا وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسَي وَ عِيْسي أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَتَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ".

অর্থঃ- তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দ্বীন বা ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করে ছেন যার

আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যার ওহী বা প্রত্যাদেশ করেছিলাম আপনার প্রতি আর যার আদেশ করেছিলাম ইবরাহিম, মূসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন বা ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ো না",সুরা আশ- শুরা, আয়াত নং- ১৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী একজন সত্যিকারের মুসলিম ইসতিকামাত অর্জন করে নিজ কর্তৃক গঠিত দল ত্যাগ করা ফরজ এবং উচিৎ ।অন্যথায় তিনি "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর "(হিজরী চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষে পরিণত হয়ে যাবেন ।

(৮)উপরোক্ত হাদিস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী "الْجَمَاعَةُ"(আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটির দিকে আহবান করা হচ্ছে "আল্লাহর আহবানে আহবান" এবং দৃঢ় ঈমানের লক্ষণ । الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির দিকে আহবান করার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয়ই ফুটে উঠে । তখন আর তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় , নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে উঠে না ।

তবে হাঁ, তাঁর উত্তম কৃতকর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অন্য কোন মৃমিন-মুসলিমের দেয়া "অহংকার-গর্ব বিবর্জিত কোন সম্মাণ-পদমর্যাদা বা পদবী" মহান আল্লাহ তাআ'লার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে তিনি তা অধিক নম্রতা-ভদ্রতা ও বিনয়ের সাথে গ্রহণ বা ব্যবহার করতে পারেন ।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নাম ধারণ না করার পরিণাম ফলের জন্য আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর বাণী উচ্চারন করে আরো অনেক হাদিস শরীফ বলে গেছেন । নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল-

(2)- عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم" من نزع يدًا من جماعة جاء يوم القيامة و لا حجة له "(586) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- ইবনু ওমর যে কেহ (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা থেকে শুনেছেন, যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে হাত গুটিয়ে নেয় কিয়ামতের দিন তার কোন প্রমানপত্র থাকবে না। আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৮৬।

الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে দলবদ্ধ ইমামের আনুগত্যবিহীন অবস্থায় কেহ মৃত্যু বরণ করলে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু। যেমন অন্য এক হাদিস শরীফে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন-

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَا لَ : قَا لَ رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : " مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَاعَةٌ ، مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً" (16090) في المعجم الكبير للطبراني(3)

অর্থঃ যে কেহ ইচ্ছা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ

(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে এক বিঘৎ (অর্ধ হাত) পরিমান الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে তার গর্দান থেকে ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করে ফেলল । আর যে "الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ ইমামের আনুগত্যবিহীন অবস্থায় কেহ মৃত্যু বরন করলে সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু বরণ করল । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৬০৯০ ।

(4)- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبل الله منه ، وإن أخطأ غفر له، و من عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يتقبل الله ، و إن أخطأ تبوأ مقعده من النار "(5170) في المعجم الاوسط للطبراني

অর্থঃ- ইবনু আব্বাস (রাদিআল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলের মধ্যে থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তা কবুল করে নেন, আর তার সে আমলটি যদি ভুল হয়ে যায় তা হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন ।আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [2] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে আল্লাহর জন্য আমল করে আর সে আমলটি যদি সঠিক হয়ে যায় তা হলেও আল্লাহ তার সে আমল কবুল করেন না , আর যদি তার সে আমলটি ভুল হয়ে যায় তবে সে তার স্থান দোযখে করে নিল । আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫১৭০ ।

(5)- عن عرفجة بن ضريح الأشجعي، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم" من خرج علي أمتي وهم جميع، يريد أن يفرق بين جماعتهم، فاقتلوه كائناً من كان"(5400) في المعجم الاوسط للطبراني.

অর্থঃ-

আরফাজাহ বিন দরিহ আলআশজাই' থেকে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "যে কেহ আমার আল-আল-জামাআ'তবদ্ধ অর্থাৎ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটিকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল "।আল-মু'জামুল আওসাত ,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৫৪০০।

(6)- أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زياد بن عن علاقة عن عرفجة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : " من خرج علي أمتي وهم مجتيعون ، يريد أن يفرق بينهم ، فاقتلوه كائناً من كان

[2] >>**ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে <u>(মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরুপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))</u><<**

في مصنف عبد الرزاق (20713)
অর্থঃ-আরফাজাহ থেকে বর্ণিত , নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে কেহ আমার দলবদ্ধ উম্মতের অর্থাৎ أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةُ(আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা الْجَمَاعَةُ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলবদ্ধ উম্মতের বিরোধিতা করে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলটিকে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় সে যে কেউ হউক না কেন তাকে হত্যা করে ফেল” । মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস শরীফ নং-২০৭১৩ ।

(7)- عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " رسول الله صلي الله عليه وسلم من فرق بين أمتي و هم جميع فاضربوا رأسه كائنا من كان". "(490)) في المعجم الكبير للطبراني.
অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার মাথা উড়িয়ে ফেল” । আল-মু’জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৯০ ।

(8) - عن أسامة بن شريك قا ل : قا ل : " أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه"(489)) في المعجم الكبير للطبراني

অর্থঃ- উসামা বিন শারিক থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- “যে কেহ আমার উম্মতের মধ্যে বিভক্ত করতে চায় বা টুকরা টুকরা করতে চায় তার গর্দান উড়িয়ে ফেল” ।আল-মু’জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪৮৯ ।
হাদিস শরীফের উপরোক্ত এতসব কঠোর বাণী থাকা সত্বেও "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর ” নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট নেতৃস্থানীয় কতক আলেম-উলামা নিজেদের গোঁড়ামী বা অজ্ঞানতা বশতঃ উক্ত হাদিস শরীফগুলোর প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার কঠোর বাণীর সাথে এবং মহান আল্লাহ তাআ’লার কঠোর নিষেধাজ্ঞামূলক বাণীর সাথে চ্যালেঞ্জ করে তাঁরা তাদের নিজস্ব দলের নাম আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কর্তৃক প্রবর্তিত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলনাম ধারণ না করে বা নাম না দিয়ে ইসলামের নামের বা ইসলামের গুণাবলীর সাথে সম্পর্কিত এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি যেমন উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নাম ব্যবহার করে চলেছেন । এর উদ্দেশ্য এ যে, এতে করে যেন ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন পরিচয় ব্যাতিত তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় , নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় ফুটে উঠে এবং তিনি তাঁর নিজ কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত দল-উপদলের চেয়ারম্যান, সভাপতি ও আমির হতে পারেন।

এ সমস্ত পথভ্রষ্ট কতক নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামাকেরামগণ আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে উদাহরণস্বরূপ আধুনিক পরিভাষায় الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত) নামে দলের মহান , একক, অদ্বিতীয়, নিরঙ্কুশ চেয়ারম্যান বা সভাপতি মেনে উক্ত الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ’ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ’ত)নামে দলের কর্মী

হয়ে থাকতে চান না । কারণ, এতে করে তাঁর নিজের ব্যাক্তিগত সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় , নিজ দল, গোত্র ও বংশের সম্মাণ-মর্যাদার প্রতীকী পরিচয় বিলীন হয়ে যাবে এবং তিনি এই ভয় করেন যে, তিনি তাঁর নিজ কর্তৃক গঠিত বা প্র প্রতিষ্ঠিত দল-উপদলের চেয়ারম্যান, সভাপতি ও আমির হতে পারবেন না বা থাকতে পারবেন না ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফগুলোতে الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকার এবং الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকার প্রতি এত গুরত্ব দেওয়া হল কেন আর الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দল থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন আমলই কবুল হবে না কেন ?

এর উত্তর এই যে, "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকা হচ্ছে "تَقْوَى الله" (তাকওয়া আল্লাহি) বা আল্লাহভীতি আর الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা ভ্রষ্টতা । অতএব, যে কেহ الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে না থাকলে বুঝতে হবে যে, তার তাকওয়া বা আল্লাহভীতি নাই আর الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, সে ضَلَالَةِ তথা ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে। কাজেই , যে কেহ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত আছে তার কোন আমল কবুল না হওয়া একেবারেই নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার । কারণ, যে কেহ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত সে ضَالٌّ বাপথ ভ্রষ্ট । ضَالٌّ বা পথ ভ্রষ্ট ব্যাক্তি হচ্ছে দোযখী । যেমন অত্র অধ্যায়ে নিম্নে বর্ণিত আসন্ন হাদিস শরীফখানাতে আমদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা আবু মাসউদ নামে তাঁর একজন সাহাবীকে (রাদিআল্লাহু আনহু) ফিতনা সম্পর্কে বলেন-হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এইঃ----------

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ و الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكَ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ هِيَ الضَلَال وَ إِنَّ اللهَ عَزَّ و جَلَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةِ" ــ المعجم الكبير للطبراني " (14090) .

অর্থঃ-তোমাকে আল্লাহভীতি ও الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এবং الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা [3] দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে । আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উম্মতকে ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৪০৯০ ।

এর অর্থ হল এই যে, যেহেতু الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা সেহেতু সকল মুসলিম মানুষকে মহান আল্লাহ তাআ'লা الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত) নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা দলে-উপদলে বিভক্ত করে বিচ্ছিন্ন করে রাখবেন না। বরং মহান আল্লাহ তাআ'লা দয়া বা করুণাবশত: মুসলিম মানুষের একটি

---

[3] **>>ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে (মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরুপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<<**

অংশকে অবশ্যই সর্বদা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত) নামে দলটির উপর পূর্ণ বহাল তবিয়তে রাখবেন । এ দলটি সম্পর্কে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেনঃ----------
" لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ(مَنْ يَخْذُلُهُمْ، التِّرْمِذِى) حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ "
(অর্থঃ "আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সত্যের উপর প্রবর্তিত থাকবে ,আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত এদেরকে তাদের বিরোধীরা,(অপমানকারীরা, তিরমিজি) কোন ক্ষতি করতে পারবে না" আবু দাউদ শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৪২৫২, সামান্য শব্দের পার্থক্য সহ আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত مَنْ خَالَفَهُمْ পরিবর্তে مَنْ يَخْذُلُهُمْ তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯।
কিন্তু "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর)" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের মন-মস্তিস্কে ও মগজে এ কথাটি বুঝে আসছেনা বা বোধগম্য হচ্ছেনা যে, "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ(আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে الْفُرْقَة (ফুরকাত) তথা>>((ইসলামের নামে বা ইসলাম ধর্মের গুণাবলীর নামে এমনকি পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের বাক্য ও শব্দাবলীর নামের সাথে সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন নামে ((মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমনকি উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে বিদ্যমান দল-উপদলগুলোর মত যে কোন নামে))<< দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হচ্ছে
ضَلَالَةِ তথা পথ ভ্রষ্টতা এবং পথ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যাক্তি পথ ভ্রষ্ট । এটা "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা " সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর(হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর)" অন্তর্ভূক্ত নিকৃষ্ট মুসলিম মানুষ বা মুসলিম উলামাকেরামগণনের জন্য মহা দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও শেষ পরিণতি অশুভ । মহান আল্লাহ তাআ'লা এহেন দূর্ভাগ্যজনক অবস্থা ও অশুভ পরিণতি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন । `আমীন!
এরূপ ضَالٌّ বা পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামাদের ব্যাপারেই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে দুটি হাদিস শরীফ বলেন-

প্রথম হাদিস শরীফ

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " ثَلَاثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ،وَعَصَى إِمَامَهُ ،وَمَا تَ عَاصِيًا ، وَ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ فَمَاتَ ، وَإِمْرَأَةٌ غَابَ عِنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بِعْدَهُ ،فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ " - المعجم الكبير - الجزأ الثَّامِن - (15184)
অর্থঃ- হযরত ফাদালা বিন উবাইদ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- তিন ব্যাক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করো না : ১. এমন ব্যাক্তি যে "الْجَمَاعَةُ" (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুচ্ছুন্নাত ওআল জামাআত)নামে দলটি থেকে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইমাম বা নেতার অবাধ্য হয়ে মৃত্যু বরণ করে , এমন দাস-দাসী যে মালিক থেকে পলঅয়ন করে মৃত্যু বরণ করে এবং এমন স্ত্রী যার স্বামী তার স্ত্রীকে পার্থিব যথেষ্ঠ ভরণ-পোষণ দেওয়া সত্বেও থার অদৃশ্য অবস্থায় সাজসজ্জা করে থাকে । আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৫১৮৪ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফ

عن ثوبان قا ل : قا ل رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم : " إنما أنا أخاف على أمتي الأئمة المضلين " سنن الترمذي (2229)

অর্থ :- ছাওবান (রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু) বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে শুধু পথভ্রষ্ট ইমাম বা নেতৃস্তানীয় আলেম-উলামাদের ভয় করছি" । তিরমিজি শরীফ, হাদিস শরীফ নং-২২২৯ ।

এতক্ষণ আমি প্রত্যেক মুসলিম মানুষের নিজস্ব দলের নাম الْجَمَاعَةُ (আল-জামাআ'ত)নামে দল তথা أَهْلُ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ (আহলুসসুন্নাহ ওআল জামাআ'ত)নামে নাম না রাখার পরিণাম ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছি।